জীবননগরে ভোক্তার অভিযান, দুটি প্রতিষ্ঠানে ২২ হাজার টাকা জরিমানা

জীবননগরে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর জীবননগর পৌর শহরের মেইন বাসস্ট্যান্ড এলাকায় অভিযান চালিয়ে দুটি প্রতিষ্ঠানে ২২ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে ।

আজ সোমবার সকাল সাড়ে ১০টার সময় জীবননগর পৌর শহরের মেইন বাসস্ট্যান্ড এলাকায় অভিযান চালায়। অভিযানে হোটেল, গ্রোসারিসপ সহ অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের প্রতিষ্ঠানে তদারকি করা হয়।

এসময় বাসস্ট্যান্ড মোড়ে মেসার্স বাঘাট মিষ্টি বাড়ি হোটেল নামক প্রতিষ্ঠানে তদারকিতে অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশে খাদ্যপণ্য তৈরি, খাবারে নিষিদ্ধ ও ক্ষতিকর ইন্ডাস্ট্রিয়াল লবন ব্যবহার, কর্মচারী কারোরই নাই কোন স্বাস্থ্যবিধি, মিষ্টির প্যাকেটে ওজন বৃদ্ধি করে ভোক্তাদের ঠকানোসহ নানা অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির মালিক মো: আমিনুর রহমানকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৪৩ ও ৪৬ ধারায় ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এবং অস্বাস্থ্যকর খাবার ও ক্ষতিকর দ্রব্যগুলো বিনষ্ট করা হয়। পরবর্তীতে মেসার্স মইনুর স্টোর নামক প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালিয়ে প্রচুর মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য জব্দ করা হয়। এছাড়া নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মুল্যতালিকা প্রদর্শন না করা ও অস্বাস্থ্যকরভাবে মানুষ ও পশুপাখির খাবার একই সাথে রেখে বিক্রয় করার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এসমস্ত অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির মালিক মো: মইনুর রহমানকে ৩৮ ও ৫১ ধারায় ১২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এসময় সবাইকে যথাযথভাবে আইন মেনে ব্যবসা পরিচালনার ব্যাপারে নির্দেশনা দেয়া হয়। ২টি প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন অপরাধে মোট ২২হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ। সহযোগিতায় ছিলেন এস আই বাবুল এর নেতৃত্বে জীবননগর থানা পুলিশের একটি টিম। জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান এই কমকতা।

জীবননগর উপজেলা পরিষদের উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা

জীবননগর উপজেলা পরিষদেও ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে। আজ সোমবার সকাল ১১ টার সময় জীবননগর উপজেলা পরিষদের আয়োজনে উপজেলা পরিষদের হলরুমে এ ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেট ২ কোটি ৩০ লক্ষ ৪ হাজার ৬৪৯ টাকা এবং উন্নয়ন বাজেট ৩ কোটি ১৭ লক্ষ ৩০ হাজার টাকার বাজেট ঘোষণা করা হয়।

জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী মোঃ হাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণায় উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার হাসিনা মমতাজ, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আঃ সালাম ঈশা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী, নব-নির্বাচিত মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান রেনুকা আক্তার রিতা, সমাজ সেবক কাজী বদরুদ্দোজা, মনোহরপুর ইউপি চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন খান, হাসাদহ ইউপি চেয়ারম্যান রবিউল ইসলাম বিশ্বাস, বাকা ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল কাদের প্রধান, সীমান্ত ইউপি চেয়ারম্যান ইসাবুল ইসলাম মিল্টন, রায়পুর ইউপি চেয়ারম্যান তাহাজ্জদ মির্জা, কেডিকে ইউপি চেয়ারম্যান খাইরুল বাশার শিপলু, আন্দুলবাড়িয়া ইউপি চেয়ারম্যান মির্জা লিটন, সীমান্ত ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি আব্দুল মালেক মোল্লা প্রমুখ।

দামুড়হুদা উপজেলা চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানদের সংবর্ধনা

অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যানদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের আয়োজনে উপজেলার বঙ্গবন্ধু চত্ত্বরে এই সংর্বধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের টানা দুই বারের নির্বাচিত চেয়ারম্যান মোঃ আলী মুনছুর বাবুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য এমপি হাজী আলী আজগর টগর।

এ সময় চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সাংসদ সদস্য এমপি হাজি আলি আজগার টগর বলেন, নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করতে হবে। জনগণ ভোট দিয়ে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত করেছে।

দামুড়হুদা উপজেলার সকল শ্রেণীর মানুষ যাতে সেবা পাই তার জন্য আপনাদের কাজ করতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাকে নৌকার প্রার্থী করেছেন, আমি চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের পরপর চারবার এমপি হয়েছি। কারণ একটাই আমি জনগনের সাথে সুখে দুঃখে সব সময় ছিলাম এবং আছি। তাই আমাকে ভালোবাসে সর্বস্তরের জনগণ, আমাকে,নৌকা প্রর্তীকে ভোট দিয়ে চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের এমপি বানাইছে।

নবনির্বাচিত উপজেলা চেয়ারম্যান মোঃ আলী মুনছুর বাবু বলেন, আপনারা আপনাদের মূল্যবান ভোট দিয়ে আমাকে নির্বাচিত করেছেন আমি আপনাদের প্রতি চির-কৃতজ্ঞ আপনাদের সুখে দুঃখে সব সময় আমাকে কাছে পাবেন আমি চেয়ারম্যান নয় আমি আপনাদের ভাই চেয়ারম্যান আপনারা।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন নবনির্বাচিত ভাইস চেয়ারম্যান শফিউল কবীর ইউসুফ ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান তানিয়া খাতুন, দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক সাবেক চেয়ারম্যান খলিলুর রহমান ভুট্টা, উপজেলা কৃষি অফিসার শারমিন সুলতানা, দামুড়হুদা উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা যাচাই বাছাই কমিটির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা রুস্তম আলী, দর্শনা নাগরিক কমিটির সদস্য সচিব গোলাম ফারুক আরিফ, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান

মোঃ হযরত আলী, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুল করিম বিশ্বাস, হাউলি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন, কুড়ালগাছি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কামাল উদ্দিন, নাতিপোতা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইয়ামিন আলি, নাটুদাহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম, কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান এম হাবিবুল্লাহ বাহার, কেরু এন্ড কোম্পানির সাবেক ব্যবস্থাপনা প্রশাসন শাহাবুদ্দিন।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এমপি, উপজেলা প্রশাসন ও নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এরপর চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী মোঃ আলী আজগর টগরকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা, নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান দামুড়হুদা উপজেলার বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষ।
এসময় দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামীলীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ, শিক্ষক, মুক্তিযোদ্ধাসহ বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন উপজেলা সমাজসেবা অফিসার তোফাজ্জল হোসেন।

দামুড়হুদার রঘুনাথপুর সড়কে দেশীয় অস্ত্র ঠেকিয়ে নগদ টাকা ছিনতায়, আটক ১

দামুড়হুদা উপজেলার রঘুনাথপুর গ্রামের বড় রাস্তায় তিনজন ট্রাক ড্রাইভারকে মাথায় দেশীয় অস্ত্র ঠেকিয়ে নগদ ১ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা ছিনতায় করে দূবৃত্তরা। পরে ট্রাক ড্রাইভার দেলোয়ার বাদি হয়ে দামুড়হুদা মডেল থানায় মামলা দায়ের করেন। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা দামুড়হুদা মডেল থানার তদন্ত অফিসার মাহবুবুর রহমান অভিযান চালিয়ে কদিপুর গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে মাসুমকে আটক করেন।

গত শুক্রবার রাত ২ টার দিকে এই ছিনতায়ের ঘটনা ঘটে এবং শনিবার

রাতে অভিযান চালিয়ে একজনকে আটক করেন।

জানাযায়, গত ৩১ শে মে শুক্রবার রাত ২ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার পাঠাচোরা ভেরবনদীর উপর সুইজগেট তৈরির কাজে ব্যবহৃত পাথর আনলোড করে খালি গাড়ি ওজন করার উদ্যেশে লোকনাথপুরের দিকে ফেরার পথে রঘুনাথপুর বড় রাস্তার উপর কলাগাছ ফেলে রাখে দূবৃত্তরা। কলাগাছ দেখে ২টা খালি ট্রাক দাঁড়িয়ে যায়। যাওয়ার কোন রাস্তা না থাকায় হরিনাকুন্ড থানার শেখপাড়া দিন্নি গ্রামের দবির উদ্দীনের ছেলে (ঢাকা মেট্রো ট ১৮-৯০৯৪) নং এর ট্রাক ড্রাইভার বাচ্চু, ঝিনাদাহ জেলার আরোপপুর গ্রামের মৃত আলাউদ্দিনের ছেলে (ঝিনাদাহ ট -১১-১৬২৯)নং ট্রাক ড্রাইভার শফিকুল ইসলাম ও ঝিনাদাহ সদরের মুরাদ মন্ডলের ছেলে (ঢাকা মেট্রো ত-২২-৩৭২৬) নং ট্রাক ড্রাইভার দেলোয়ার হোসেন গাড়ি থামিয়ে অবস্থান করে। এমন সময় দূর্বৃত্তরা দেশিয় অস্ত্রর ভয় দেখিয়ে ট্রাক ড্রাইভার বাচ্চুর কাছে থাকা নগদ ৫৮ হাজার টাকা, শফিকুল ইসলামের নিকট থাকা ৬৭ হাজার টাকা ও দেলোয়ার নিকট থাকা ৪২ হাজার টাকা ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

পরে ট্রাক ড্রাইভার দেলোয়ার বাদি হয়ে দামুড়হুদা মডেল থানায় মামলা দায়ের করে।

মামলার পরিপ্রেক্ষিতে দামুড়হুদা মডেল থানার তদন্ত ওসি অভিযান চালিয়ে জিগিসা বাদের জন্য কাদিপুর গ্রামের শাহার আলির ছেলে মুছা, আকুবারের ছেলে হাসেম ও শহিদুল ইসলামের ছেলে মাসুমকে থানায় নিয়ে আসে। জিজ্ঞাসা বাদের পর মাসুমকে জড়িত থাকার অপরাধে মাসুমকে আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে প্রেরণ করেন এবং অপর দুইজন দোষী না থাকায় তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি তদন্ত মাহবুবুর রহমান সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন মাসুম নামের একজনকে আটক করা হয়েছে। আজ রিমান্ডে নেওয়ার জন্য আদালতে আবেদন করা হবে।এ ঘটনায় জড়িতদের আটক করার জন্য অভিযান অব্যহৃত রয়েছে।

দামুড়হুদার ডুগডুগী বাজারে সাংবাদিকদের তৎপরতায় ট্রাকসহ চুরি হওয়া গম উদ্ধার

দামুড়হুদা উপজেলার ডুগডুগী বাজারে রাতে অবস্থানকৃত ট্রাক থেকে তিন বস্তা গম চুরি হয়ে গেলে তা সাংবাদিকদের তৎপরতায় উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল রবিবার সকাল ৭টার দিকে ডুগডুগী গ্রামের হাট পাড়া থেকে চুরিকৃত গম উদ্ধার করা হয়।

অভিযুক্তরা হলো, ডুগডুগী বাজারের নাইটগার্ড নিজাম ও তৈয়ব আলী, অপরদিকে গম চোর ডুগডুগী হাটপাড়ার নজু’র ছেলে হাসান (২৬) ও তার সহযোগীরা।

স্থানীয় ও সরজমিনে জানাগেছে, শনিবার যশোর নওয়াপাড়া থেকে সাড়ে ২৩ টন গম লোড করে চুয়াডাঙ্গা হাতিকাটার উদ্দেশ্যে রওনা হয় ডুগডুগী গ্রামের মৃত ওহাব আলীর ছেলে ট্রাক ড্রাইভার হামিদ আলী। ট্রাকে থাকা প্রতিটি গমের বস্তা ছিলো প্রায় ৭০ কেজি ওজনের। রাত ১২টার দিকে ডুগডুগী বাজারে পৌঁছে যাত্রা বিরতি করে এবং নাইট গার্ডদের হেফাজতে গম ভর্তি ট্রাকটি বাজারে রেখে বাড়ি চলে যাই ড্রাইভার। সকাল ৬টার দিকে হামিদ ডুগডুগী বাজারে ট্রাকের কাছে এসে দেখে ট্রাকের কাছে ছড়ানো ছিটানো ভাবে গম পরে আছে। ভালো করে গাড়ি চেক করে দেখাযাই ট্রাকের হুডের কাছ থেকে দড়ি খুলে তিন বস্তা গম চুরি করে নিয়ে গেছে চোরের দল। মাথায় যেনো বাজ পরে ট্রাক ড্রাইভারের। হতভম্ব হয়ে যাই তিনি। কি করবে কিছু বুঝতে পারেনা। গরীব ট্রাক ড্রাইভার এদিক ওদিকে খুঁজা খুঁজি করতে থাকে। অনেক খুঁজাখুজি করেও গম পাওয়া যায় না।

এসময় খবর পেয়ে সাংবাদিকরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং সাথে সাথে ডুগডুগী বাজার কমিটিকে জানানো হয়। ডাকা হয় নাইটগার্ডদের, কিন্তু নাইটগার্ডরা বলে আমরা কিছু জানিনা এবং দেখিনি। তখন সাংবাদিকরা পরে থাকা গম অনুসরণ করতে করতে ডুগডুগী হাট পাড়ায় পৌঁছে যায়। সেখানে সর্বশেষ গম পরে থাকতে দেখে স্থানীয় গণ্যমাণ্য ব্যক্তি বর্গ ও বাজার কমিটির লোকজন দিয়ে কয়েকটি বাড়ি চেক করলে হাসানের জিম্মা থেকে ট্রাক থেকে চুরি যাওয়া তিন বস্তা গম উদ্ধার করা হয়। তখন উপস্থিত লোকজনের সামনে নাইটগার্ডদের জিজ্ঞাসা বাদের এক

পর্যায়ে তারা চোরের নাম স্বীকার করে বলে ডুগডুগী গ্রামের হাটপাড়ার নজুর ছেলে হাসান এই জঘন্যতম চুরির কাজ করেছে। তার সঙ্গে আর কারা ছিল আমরা জানি না। নাইটগার্ডরা সব কিছু জেনেও মুখে কুলুপ এটে ছিলো। উদ্ধারকৃত গম ট্রাক ড্রাইভার হামিদ কে বুঝিয়ে দিলে তার জান ধরে আসে এবং সাথে সাথে গমগুলো ট্রাকে তুলে গম আনলোড করার জন্য চুয়াডাঙ্গা হাতিকাটায় চলে যাই। মূলত নাইটগার্ডদের সহযোগিতায় হাসান সহ ওর সঙ্গীদের দিয়ে এই চুরির ঘটনা ঘটানো হয়।

ট্রাক ড্রাইভার হামিদ বলেন, মাঝে মধ্যে আমি ডুগডুগী বাজারে লোডকৃত গাড়ি নাইটগার্ডদের হেফাজতে রেখে বাড়ি যাই এবং সকালে আবার গাড়ি নিয়ে আমি চলে যায়। এর জন্য নাইটগার্ডদের আমি বকসিস দিয়, যাতে আমার গাড়িটা দেখেশুনে রাখে। কিন্তু গতকাল শনিবার রাত ১২টার দিকে আমি ডুগডুগী বাজারে এসে গাড়ি থুয়ে নাইটগার্ড নিজাম কে বলি ভাই গাড়িটা দেখে রাখবেন, গাড়িতে গম লোড আছে। নিজাম বকসিস (টাকা) চাই, তখন আমি বলি এখনতো আমার কাছে টাকা নেই, ভোরে যাওয়ার সময় টাকা দিয়ে যাবো, তখন নিজাম অসন্তুষ্টি জানিয়ে বলে টাকা দিলিনাতো, সকালে বুঝবি এর জ্বালা। তখন আমি বিষয়টি বুঝতে পারিনি, সকালে গাড়ির কাছে এসে বুঝতে পারি এটা নাইটগার্ডদের কাজ। হামিদ আরও বলেন, ঐ হাসান তো জানতোনা যে গাড়িতে গম লোড আছে। নাইটগার্ড নিজাম’ই হাসানকে হায়ার করে গাড়ি থেকে গম চুরি করেছে। ওরা মনে করেছিলো আমি বুঝতে পারবোনা। কিন্তু মহান আল্লাহর রহমতে আমি টের পেয়ে যায়। এই ধরনের চোরচুট্টা দিয়ে নাইটগার্ডের কাজ করালে বাজারের কোন দোকানই নিরাপদ নয়। থানায় কোন অভিযোগ করা হয়েছে কিনা জানতে চাইলে হামিদ বলেন, আমি ট্রাকের ড্রাইভার, কখন কোথায় থাকি ঠিকনেই। যেহেতু ডুগডুগী বাজারের নাইটগার্ডরা এ চুরির ঘটনা ঘটিয়েছে, তাই ডুগডুগী বাজার কমিটিকে বিচার দিয়েছি। তারা যদি সঠিক বিচার না করে তাহলে আমি আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবো। এমন ঘটনায় ডুগডুগী বাজারে ব্যাবসায়ীরা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, যদি এর সুষ্ঠু বিচার না হয় তাহলে অদূর ভবিষ্যৎ এ বাজারের দোকানপাট চুরিদারি হতে পারে। সেই সঙ্গে বাজারের নাইটগার্ড ও চোরদ্বয় কেউই ভালো লোক নয়, এর আগেও তাদের নামে চুরির অভিযোগ রয়েছে। কিন্ত কোন বিচারের সম্মুখিন হয়নি। যার কারনে এমন ঘটনা থেকে রেহাই পেলে আরও বড় ধরনের চুরির ঘটনা ঘটতে পারে।

বাজার কমিটি এতবড় ঘটনা ঘটার পরেও কোন পদক্ষেপ নেয়নি। অদৃশ্য কারনে ক্ষুড়া যুক্তি দেখিয়ে ঘটনার ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে বাজার কমিটি। তারা ভুলেই গেছে চোরের ব্যাবস্থা গ্রহণ না করলে

তারা নিজেরাই চোরের থেলেন্দার হয়ে যায়। তাই এলাকাবাসী ও বাজার ব্যাবসায়ীরা সরজমিনে তদন্ত পূর্বক প্রশাসনের কঠোর হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

এবিষয়ে ডুগডুগী বাজার কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রী মদন ঘোষ বলেন, সকালে বাজারে এসে গম চুরির ঘটনা জানতে পারি। আমরা বাজারের সবাইমিলে নাইটগার্ড নিজাম কে চাপ প্রয়োগ করলে সে বলে আমি হাসান কে গম চুরি করে নিয়ে যেতে দেখেছি। সে মোতাবেক হাসানের জিম্মা থেকে গম উদ্ধার করে ট্রাক ড্রাইভার হামিদ কে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। গম উদ্ধার হওয়ার কারনে তাৎক্ষণিক ভাবে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি, তবে আমাদের মিটিংয়ে এ বিষয়ে সকলের পরামর্শ মোতাবেক ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দামুড়হুদায় ১ কেজি গাঁজাসহ তিনজন আটক

দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ পৃথক পৃথক স্থানে মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১ কেজি গাঁজাসহ তিন জনকে আটক করেছেন।আটকৃতরা হলো জজ(২৩) মোক্তারপুর গ্রামের ছাব্দার আলির ছেলে, তৈয়ব আলি (২৮) মোক্তার পুর গ্রামের কুদ্দুসের ছেলে আবু জাফর (৪৫) উজিরপুর গ্রামের মৃত্যু মফিজ উদ্দীনের ছেলে ।

গতকাল শুক্রবার সন্ধা সাড়ে ৬ টার দিকে বিভিন্ন স্থান থেকে তাদেরকে আটক করেন।

জানাযায়, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবির এর নির্দেশনায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এস আই মাহবুবুর রহমান,এস আই জাহিদুল ইসলাম সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে দামুড়হুদা উপজেলার মোক্তারপুর গ্রামের ছাব্দার আলির ছেলে জজ ও একই গ্রামের কুদ্দুসের ছেলে তৈয়ব আলি ও উজিরপুর গ্রামের মৃত মফিজ উদ্দীনের ছেলে আবু জাফর আলিকে আটক করেন। পরে তাদের দেহ তল্লাশী করে ১ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

দামুড়হুদা মডেল থানায় তাদের বিরুদ্ধে মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়। তাদেরকে আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়।

আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের অস্থায়ী কার্যালয়ের উদ্বোধন

বর্ণাঢ্য আয়োজনে আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের অস্থায়ী কার্যালয়ের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। আজ শনিবার বেলা ১২ টায় হাইরোডস্থ এ কার্যালয়ের ফিতা কেটে উদ্বোধন করেন আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাস। পরে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রেসক্লাবের সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টুর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাস।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, সাংবাদিকরা হলো সমাজের দর্পণ। আপনারা জাতির বিবেক। যে কোন ঘটনা আপনাদের মাধ্যমে সারা দেশের মানুষ অবগত হয় । আমি বলবো একটা সমাজ পূণর্গঠনে সাংবাদিকদের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । কারণ একটা সংবাদ যদি একটা পত্রিকায় সঠিক ভাবে না এসে ভিন্নভাবে আসে। তাহলে কিন্ত এর প্রভাব অনেক দূর গড়াই । আমি প্রায় ১ বছর হয়ে গেলো আলমডাঙ্গায় এসেছি। সাংবাদিকের কারোর কাছ থেকে নেগেটিভ নিউজ পাইনি। সেজন্য আমার উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সবাইকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। ইতিমধ্যে দুটি বড় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচন কেন্দ্রীক সাংবাদিকের নিকট থেকে অনেক সহযোগীতা পেয়েছি। সামনের দিনগুলোতে আপনাদের এভাবেই সহযোগীতা কামনা করছি।

আলোচনা সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গার থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ গনি মিয়া।
আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক খন্দকার হামিদুল ইসলাম আজমের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি শেখ শফিউজ্জামান, আনোয়ার হোসেন, সিনিয়র সাংবাদিক প্রশান্ত বিশ্বাস, প্রেস ক্লাবের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক বশিরুল আলম, প্রচার সম্পাদক

জাফর জুয়েল, সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক আতিক বিশ্বাস।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন প্রেস ক্লাবের সহ-সভাপতি হাবিবুর রহমান রুনু, মৌলভী আবুল কাশেম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শাহাবুল হক, তানভীর সোহেল, কে,এ মান্নান, সাংগঠনিক সম্পাদক কাইরুল ইসলাম মামুন, কোষাধ্যক্ষ সাজদুল হক মুনি, ক্রীড়া সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক, শিক্ষা ও সাহিত্য বিষয়ক সম্পাদক জামিরুল ইসলাম, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক গোলাম সরোয়ার সদু, আইসিটি বিষয়ক সম্পাদক মীর ফাহিম ফয়সাল, ধর্মীয় বিষয়ক সম্পাদক গোলাম রহমান চৌধুরী, নির্বাহী সদস্য নাসির উদ্দিন, মহসিন আলী হোসেন, রানা আহম্মেদ, হাসিবুল ইসলাম, লাল্টু রহমান, সাব্বির আহম্মেদ রিজভী প্রমুখ।

চুয়াডাঙ্গায় বিশ্ব তামাক মুক্ত দিবস উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালি ও আলোচনা সভা

চুয়াডাঙ্গায় বিশ্ব তামাক মুক্ত দিবস উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ প্রতিহত করি শিশু সুরক্ষা নিশ্চিত করি প্রতিপাদ্য জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতায় এবং চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের
আয়োজনে বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে নয়টার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের আয়োজনে দিবসটি উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে হতে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বাহির হয়ে চুয়াডাঙ্গার বিভিন্ন প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে আবার চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এসে শেষ হয়। বর্ণাঢ্য র্যালি শেষে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের সম্মেলনে কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায়

চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(শিক্ষা ও আইসিটি) কবীর হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা।

আলোচনা সভায় বক্তারা তামাকজাত পণ্যের উপর প্রতিহত এবং ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার উপর বিশেষ জোরদার এবং একজন ব্যক্তির সামগ্রিক স্বাস্থের উপর সিগারেটসহ অন্যান্য তামাকজাত দ্রব্যের ক্ষতিকারক প্রভাব তুলে ধরেন। তামাক চাষ ও তামাকজাত পণ্যের মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকি, পরিবেশ ও অর্থনৈতিক ক্ষতির বিভিন্ন দিক তুলে ধরে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তামাকজাত পণ্যের প্রভাব মুক্ত রাখতে পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তুলে ধরেন। পরিশেষে, তামাকজাত দ্রব্য ও ধূমপান নিয়ন্ত্রণে সকলের সম্মিলিত উদ্যোগ ও সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন বক্তারা। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করতে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া

র্যালি ও আলোচনা বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান পিপিএম সেবা।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ প্রফেসর সিদ্দিকুর রহমান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) (পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত) রিয়াজুল ইসলাম, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার নির্বাহী অফিসার ফাতেমা তুজ জোহরা, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস্) নাজিম উদ্দীন আল আজাদ, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান, সহকারি পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল) জাকিয়া সুলতানা, সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন ও জেলা পুলিশ বিভিন্ন পদমর্যাদার কর্মকর্তাবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দ, এনজিও সংস্থা, স্কুল কলেজের শিক্ষক, রোভার স্কাউটস ও কোমলমতি শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

দামুড়হুদা উপজেলার নবনির্বাচিত চেয়ারম্যানদের শপথ গ্রহন

দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান আলি মুনছুর বাবু ভাইস চেয়ারম্যান ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান দ্বিতীয় মেয়াদের জন্য খুলনা বিভাগীয় কমিশনার এর কার্যালয়ে শপথ গ্রহণ করেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১০ টার দিকে শপথ পাঠ করান বিভাগীয় কমিশনার অতিরিক্ত সচিব হেলাল মাহমুদ শরীফ।

জানাযায়, সারা বাংলাদেশের ন্যায় দামুড়হুদা উপজেলায় গত ৮ ই মে উপজেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে দামুড়হুদা উপজেলা চেয়ারম্যান আনারস প্রতীক নিয়ে আলি মুনছুর বাবু ৪৯ হাজার৯ শত ৫২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। ভাইস চেয়ারম্যান কোন প্রতিদন্ডি না থাকায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শফিউল কবীর ইউসুফ ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন এবং মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে মোছাঃ তানিয়া খাতুন ফুটবল প্রর্তীক নিয়ে ৩৩ হাজার ৪ শত ৮৬ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। গতকাল সকলে খুলনা বিভাগীয় কমিশনার এর কার্যালয়ে শপথ গ্রহণ করেন।

দর্শনা মাদক ও নিষিদ্ধ ব্রুইপেন ইনজেকশনসহ গ্রেফতার ২

দর্শনা দক্ষিণ চাঁদপুর ও পাঠানপাড়ায় পৃথক দুটি মাদক বিরোধী অভিযান করেছে দর্শনা থানা পুলিশ। এ অভিযানে গাঁজা ও ব্রুইপেন ইনজেকশন উদ্ধার সহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

পুলিশ জানায়, দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহার নেতৃত্বে গত বুধবার রাত পৌনে ১১ টার দিকে থানার এসআই সেকেন্দার আবু জাফর সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন দর্শনা পৌর এলাকার পাঠানপাড়া রেল কলোনীর মৃত আব্দুল

গফুরের ছেলে জাহাঙ্গীরের বাড়ীর সামনে ইটের সলিং রাস্তার উপর।

এসময় পাঠানপাড়া রেল কলোনীর রুস্তম আলী ও আলেয়া বেগম দম্পতির সন্তান লাভলু ওরফে ডাবলকে (৩৭) অবৈধ মাদকদ্রব্য ৫ শত গ্রাম গাঁজাসহ গ্রেফতার করে পুলিশ।

গত বুধবার রাত সোয়া ১১ টার দিকে পৃথক আরেকটি অভিযান পরিচালনা করেন দর্শনা পৌর এলাকার দক্ষিন চাঁদপুর গ্রামের টাওয়ারপাড়ার আলমের চায়ের দোকানের সামনে ইটের সলিং রাস্তার উপর। এসময় অবৈধ মাদকদ্রব্য ২ শত গ্রাম গাঁজা ও ১ শত পিচ ব্রুইপেন ইনজেকশন সহ গ্রেফতার করা হয় দর্শনা দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের মৃত আঃ রহমান ও আয়েশা খাতুন দম্পতির সন্তান সালাহ উদ্দিন কাজলকে (৪৫)।

গ্রেফতারকৃত দুই আসামীর বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় পৃথক,পৃথক দুটি নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়।